AKASHVANI (Kolkata)

Regional News Unit

Date : 05-02-2026 **Desk in Charge: Kalyan L.**

Time: 1-40 PM **Compiling:- Shankar M.**

DEO: KB **NRT: Sudip Basu**

Announcement :- আকাশবাণী /খবর পড়ছিঃ-

বিশেষ বিশেষ খবরঃ-

১/ সর্বোচ্চ আদালত, পশ্চিমবঙ্গের সরকারি কর্মীদের বকেয়া মহার্ঘ্য ভাতার অন্তত ২৫ শতাংশ অবিলম্বে মিটিয়ে দেবার জন্য রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে।

বাকী ডিএ-র অর্থ কিভাবে এবং কখন দেওয়া হবে, তা' স্থির করার জন্য সুপ্রিম কোর্টের কমিটি গঠন।

২/ কর্মচারীরা এই রায়কে স্বাগত জানিয়েছেন। #বিজেপি বলেছে, মহার্ঘ্য ভাতা নিয়ে রাজ্য সরকার যে অসত্য বলছিল, তা' আরো একবার প্রমাণিত হল।

৩/ রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস-এর অভিভাষণের মধ্যে দিয়ে আজ বিধানসভার অধিবেশন শুরু হয়েছে। # আজ 'ভোট অন অ্যাকাউন্টস' পেশ করা হবে।

৪/ নির্বাচন কমিশন, তাদের একাধিক নির্দেশ অমান্য করার অভিযোগে মুখ্য সচিবকে চিঠি দিয়েছে।

৫/ রাজ্যের সব জেলাতেই এখনো শীতের আমেজ।

****

সুপ্রিম কোর্ট, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারি কর্মীদের বকেয়া মহার্ঘ্য ভাতার ২৫ শতাংশ, অবিলম্বে মিটিয়ে দেবার জন্য রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে। রাজ্যকে আদর্শ নিয়োগকর্তা বা মডেল এমপ্লয়ারের মতো আচরণ করা ও কর্মচারীদের প্রতি ন্যায় বিচারের পরামর্শ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। রাজ্য সরকার কিভাবে মেটাবে, তা' ঠিক করতে চার সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হবে। এই কমিটিতে সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি ইন্দু মালহোত্রা, বিচারপতি তিলক সিং চৌহান, বিচারপতি গৌতম মাঘুরিয়া এবং একজন সদস্য থাকবেন। ৬ই মার্চের মধ্যে নবগঠিত কমিটিকে মোট বকেয়া টাকার পরিমাণ এবং কবে কত টাকা দেওয়া হবে তা চূড়ান্ত করতে হবে। বিচারপতি সঞ্জয় কারল এবং বিচারপতি প্রশান্ত কুমার মিশ্রের বেঞ্চ আজ এই নির্দেশ দিয়ে বলেছে, বাকি ৭৫ শতাংশ বকেয়া অর্থের প্রথম কিস্তি ৩১শে মার্চের মধ্যে মিটিয়ে দিতে হবে। বাকি থাকা অর্থ কিভাবে মেটানো হবে তা' জানিয়ে কমিটিকে সুপ্রিম কোর্টে ১৫'ই এপ্রিলের মধ্যে রিপোর্ট আকারে উল্লেখ করতে হবে। ওই দিনই মামলার পরবর্তী শুনানি সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য সরকারি কর্মীদের DA মামলায় আজকের এই নির্দেশের ফলে বর্তমান ও প্রাক্তন মিলিয়ে প্রায় ১২'লক্ষ সরকারি কর্মী উপকৃত হবেন। কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের সঙ্গে রাজ্য সরকারি কর্মীদের মহার্ঘ্য ভাতার ফারাক এখন ৪০ শতাংশ। ২০০৮ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত বকেয়া DA কর্মচারীদের প্রদান করতে হবে। মামলা চলাকালীন যারা চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন তারাও এই বকেয়া ভাতার সমস্ত সুবিধা পাবেন।

রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের প্রথম থেকেই দাবি ছিল কেন্দ্রের মতো ডিএ দিতে হবে তাঁদের। এই নিয়ে মামলা গড়ায় সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত। ২০২৫ সালের মে মাসে পঞ্চম বেতন কমিশনের বকেয়া ডিএ সংক্রান্ত মামলায় সুপ্রিম কোর্ট ২৫ শতাংশ ডিএ মেটানোর জন্য রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছিল। সময় বেঁধে দেওয়া হয় ছ'সপ্তাহ। রাজ্যের হিসাব অনুযায়ী, এই খাতে চল্লিশ হাজার কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে। আদালতের নির্দেশ মেনে ২৫ শতাংশ অর্থাৎ ১০ হাজার কোটি টাকা বকেয়া দিতে হত রাজ্য সরকারকে। কিন্তু সরকার তা মেটাতে পারেনি। আরও ছ'মাস সময় চায় রাজ্য সরকার।

****

মামলাকারীদের পক্ষে আইনজীবী আইনজীবী ফিরদৌস শামিম বলেন, বিচারপতিরা ঐতিহাসিক রায় দিয়েছেন। কর্মচারীদের জয় হয়েছে।

(বাইট- ফিরদৌস)

কর্মচারী সংগঠনগুলি আজকের রায়কে স্বাগত জানিয়েছে।

সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের সম্পাদক ভাস্কর ঘোষ আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, সুপ্রিম কোর্টের রায়ে কর্মীদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলো। বার বার বকেয়া DA মেটানোর কথা বললেও রাজ্য সরকার তা নিয়ে টালবাহানা করেছে। কর্মচারীদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করছিল সরকার।

(বাইট- ভাস্কর ঘোষ)

আদালতের রায় মানা না হলে জোরদার আন্দোলন গড়ে তোলা হবে তিনি জানিয়েছেন।

কনফেডারেশন অফ স্টেট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ-এর সাধারণ সম্পাদক মলয় মুখোপাধ্যায় এই রায়কে স্বাগত জানিয়েছেন।

(বাইট- মলয়)

সুপ্রিম কোর্টের এই রায়কে স্বাগত জানিয়ে একে ঐতিহাসিক উল্লেখ করে বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মী সমিতির সাধারণ সম্পাদক স্বপন মন্ডল বলেন এই জয় শুধু রাজ্যের শিক্ষক কর্মচারীদের জয় নয়, সারা দেশের কর্মচারীদের জয়।

(বাইট-স্বপন মন্ডল)

সুপ্রিম কোর্টের এই রায়কে স্বাগত জানিয়ে শিক্ষানুরাগী ঐক্য মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক কিংকর অধিকারী বলেন, বকেয়া ১০০ শতাংশের ক্ষেত্রে একই রায় হলে আরো ভালো হতো। তবে পুনরায় চার সদস্যের কমিটি গঠনের কেন প্রয়োজন পড়লো সেটা নিয়ে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেছেন।

****

কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার ডিএ মামলায় আদালতের রায়কে স্বাগত জানিয়েছেন। এক ভিডিও বার্তায় তিনি বলেন, এই রায় প্রমাণ করেছে মমতা ব্যানার্জির সরকারের যে অবস্থান ছিল তা ভুল ছিল। এই রায়ের মধ্যে দিয়ে সরকারি কর্মচারীদের ডিএ পাওয়ার অধিকার আবারও সুনিশ্চিত হয়েছে। ডিএ সরকারি কর্মচারীদের ন্যায় সিদ্ধ অধিকার তা সুপ্রিমকোর্ট আজ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে এবং অবিলম্বে সরকারি কর্মচারীদের ২৫শতাংশ ডিএ দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে। পাশাপাশি বাকি বকেয়া দিয়ে কিভাবে দেওয়া হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য তিন সদস্যের কমিটি গঠনেরও নির্দেশ দিয়েছে।

****

বিজেপি DA মামলার রায়কে স্বাগত জানিয়েছে। রাজ্য বিজেপি সভাপতি সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য্য বলেছেন, এটা স্পষ্ট হয়েছে যে ডিএ কোনো অনুদান নয়, রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের অধিকার। এতদিন মমতা ব্যানার্জী যে দাবি করে এসেছেন, আজ তা ভুল প্রমাণিত হল।

(বাইট- শমীক)

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এক্স হ্যান্ডেলে বলেন, সুপ্রিম কোর্ট আজ স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছে ডিএ কোনো অনুদান নয়, এটি রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের আইনসিদ্ধ ন্যায্য অধিকার। এতদিন মুখ্যমন্ত্রী যে দাবি করে এসেছেন, আজ তা ভুল প্রমাণিত হয়েছে।

CPIM এই রায়কে স্বাগত জানিয়েছে। কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী বলেন রাজ্য সরকার এতদিন কর্মীদের প্রতি বঞ্চনা করে এসেছিল।

(বাইট- সুজন)

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার আশা প্রকাশ করেন রাজ্য সরকার কর্মীদের আর্থিক অধিকারকে স্বীকৃতি দেবে।

****

আজকের প্রসঙ্গ অনুষ্ঠানে এবারের বিষয় প্রগতি। আজ শুনবেন পশ্চিমবঙ্গের জলপথের উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়ে বিশেষ আলোচনা। কলকাতার শ্যামা প্রসাদ মুখার্জী বন্দরের চিফ ইঞ্জিনিয়ার শান্তনু মিত্রের সঙ্গে কথা বলেছেন দিব্য দে। আজ শুনবেন দ্বিতীয় তথা শেষ পর্ব।
আকাশবাণীর সংবাদ বিভাগ প্রযোজিত অনুষ্ঠানটি শোনা যাবে আজ রাত আটটায় গীতাঞ্জলি, DTH বাংলা এবং আকাশবাণী সংবাদ কলকাতা সোশ্যাল মিডিয়া প্লাটফর্মে।

****

একদিন বিরতির পরে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের অভিভাষণের মধ্যে দিয়ে আজ বিধানসভায় অধিবেশন শুরু হয়েছে। সামগ্রিকভাবে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি কঠোর নিয়ন্ত্রনাধীনে রয়েছে বলে তিনি তার ভাষণে উল্লেখ করেছেন। অর্থনীতির ক্ষেত্রে রাজ্যের অভ্যন্তরীন উৎপাদন ২০১০-১১ সাল থেকে ৫ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ২১ দশমিক ৪৮ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছেছে বলে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস জানিয়েছেন। আজ বিধানসভায় তার অভিভাষনে তিনি বলেন এই সময় মাথাপিছু আয় তিন গুনের বেশি বৃদ্ধি পেয়ে এক লক্ষ ৭৯ হাজার ৩৮৯ টাকায় পৌঁছেছে। শহর ও গ্রামাঞ্চলে জীবিকা সংস্থানের লক্ষে দুই কোটির বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন। মহাত্মা শ্রী প্রকল্পে রাজ্য সরকার তার নিজস্ব সম্পদ থেকে প্রায় ৫৯ লক্ষ শ্রমিকের বকেয়া মজুরি বাবদ দুই হাজার ৭০০ কোটি টাকা পরিশোধ করেছে বলে রাজ্যপাল তার ভাষনে উল্লেখ করেছেন। এদিন মাত্র সাড়ে চার মিনিট ভাষণ দিয়ে কক্ষত্যাগ করেন রাজ্যপাল।

রাজ্য সরকারের তৈরী করা মিথ্যা ভাষণ, রাজ্যপাল পড়েননি বলে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী মন্তব্য করেছেন।

এর আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এবং অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যপালকে বিধানসভায় স্বাগত জানান। পরে তিনি সংবিধান প্রণেতা বিআর আম্বেদকরের মূর্তিতে মালা দিয়ে তাকে শ্রদ্ধা জানান। বিরোধী বিজেপি সহ অন্যান্য দলের সদস্যরাও তার অভিবাসনের সময় কক্ষে উপস্থিত ছিলেন।

****

নির্বাচন কমিশন, একাধিক নির্দেশ অমান্য করার অভিযোগে রাজ্যের মুখ্য সচিবকে কড়া ভাষায় চিঠি দিয়েছে। পাঁচটি বিষয়ের উল্লেখ করে কমিশন জানিয়েছে, বারংবার নির্দেশ সত্ত্বেও এক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের তরফে এখনো প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হয়নি। ৯ ফেব্রুয়ারি দুপুর ৩টের মধ্যে এই সব বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ কম্প্লায়েন্স রিপোর্ট পাঠাতে বলা হয়েছে।

চিঠিতে কমিশন যে বিষয়গুলি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছে, তার মধ্যে প্রথমেই রয়েছে দু'জন ইআরও, দুই এইআরও এবং এক ডাটা এন্ট্রি অপারেটরের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের না হওয়ার প্রসঙ্গ।

বিধি বহির্ভূতভাবে ১১ জন অতিরিক্ত এইআরওকে শুনানির কাজে নিযুক্ত করার জন্য বসিরহাট-২ এর বিডিও ও এইআরও সুমিত্র প্রতিম প্রধানকে, সাসপেন্ড করার নির্দেশও কার্যকর হয়নি।

তিন ইলেক্টোরাল রোল অবজারভার—অশ্বিনী কুমার যাদব, রণধীর কুমার এবং স্মিতা পান্ডের বদলির নির্দেশ বাতিল করে রিপোর্ট পাঠাতে বলা হয়েছিল। তাও মানা হয়নি বলে কমিশন উল্লেখ করেছে।

এসডিও-এসডিএম স্তরের আধিকারিকদের নির্বাচন কমিশন নির্ধারিত মানদণ্ড অনুযায়ী ইআরও এবং রিটার্নিং অফিসার হিসেবে নিয়োগ করার বিষয়েও রাজ্য এখনও পদক্ষেপ করেনি বলে জানানো হয়েছে।

এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে পদক্ষেপ না হলে বিষয়টি গুরুতরভাবে বিবেচনা করা হবে বলেও চিঠিতে কমিশন জানিয়েছে।

****

পুরুলিয়ার মানবাজারে আজ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি ইঁট বোঝাই ট্রাক্টর উল্টে আহত হলেন দুই মহিলা শ্রমিক। দুর্ঘটনাটি ঘটে মানবাজার এক নম্বর ব্লকের চাঁদড়া পায়রাচালী অঞ্চলের পলমী পায়রাচালী গ্রামের রাস্তায় বনপুকুরিয়া বাঁধের কাছে। এতে ট্রাক্টরের উপরে থাকা দুই মহিলা পুজা চোড়ে ও শ্যামলী বাস্কে আহত হয়। পরবর্তীকালে আহতদের উদ্ধার করে মানবাজার হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

****

রাজ্যের সব জেলাতেই এখনো হালকা শীতের আমেজ রয়েছে। আগামী দুদিনে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা দুই থেকে তিন ডিগ্রি পর্যন্ত কমতে পারে। আলিপুরে আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে প্রায় এক ডিগ্রি কম, ১৬ দশমিক ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে। আগামী ৭ দিন রাজ্যে শুষ্ক আবহাওয়া বজায় থাকবে বলে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে।

****